দৈনিক খবর

তারিখ 30 AUG 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

৩০

প্রসঙ্গঃ জাতীয়করণকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের টাইম স্কেল বাস্তবায়ন

গত ৫ই এপ্রিল মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির ফেডারেশনের মহাসম্মেলনে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, জাতীয়করণকৃত স্কুল ও ফেডারেশনের ঃ মহাসম্মেলনে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে, জাতীয়করণকৃত স্কুল ও কলেজের শিক্ষক এবং কর্মচারীদের ইফেকটিভ সার্ভিস গণনা করে ১৯৮৫ সালের ৩১ শে মে পর্যন্ত প্রাপ্তিযোগ্য টাইম স্কেল প্রদানের অর্থ ও সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাক্রমে সরকারী আদেশ জারী করা হবে। উপরোক্ত ঘোষণার আলোকে বর্তামন প্রধানমন্ত্রী এবং প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা কাজী জাফর আহমেদ, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে ২৩শে মে জাতীয় সংসদ ভবনস্থ প্রধান মন্ত্রীর অফিস কক্ষে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে টাইম স্কেলসহ অন্যান্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সরকার ১লা জুলাই থেকে সরকারী কর্মচারীদের জন্য শতকরা ১০ভাগ মহার্ঘভাতা ও অগ্রিম একটি বর্দ্ধিত বেতনের আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু টাইম স্কেল সম্পর্কিত কোন আদেশ জারী না হবার ফলে শিক্ষক ও কর্মচারীদের মধ্যে দারুণ হতাশা সৃষ্টি হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয়করণকৃত মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য যে টাইম স্কেল প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা কার্যকরী হতে আর কত দিন বিলম্ব হবে, জানি না।

আমরা মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব কাজী জাফর আহমেদ এবং শিক্ষামন্ত্রী জনাব শেখ শহীদুল ইসলাম সাহেবের নিকট এ ব্যাপারে আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করে শিক্ষক-কর্মচারীদের মানসিক উদ্বেগ নিরসন করার জন্য আকুল প্রার্থনা জানাচ্ছি।

সুকুমার ভট্টাচার্য্য
বিষয় ভিত্তিক শিক্ষক,
নারানগিরি সরকারী পাইলট
উচ্চ বিদ্যালয়,
চন্দ্রঘোনা।